বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস

মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ হুসাইন

প্রথম খণ্ড

সংকলকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবের জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমান, ইসলাম ও কুরআন-হাদীসের আসমানী বিধান দ্বারা পথপ্রদর্শনের জন্য মনোনীত করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর হাতে দ্বীন পরিপূর্ণ হয়েছে এবং যিনি কুরআনের ব্যাখ্যা নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

বর্তমান সময়ে মুসলিম সমাজে যে চরম জ্ঞানগত বিভ্রান্তি, আমলগত শৈথিল্য ও আকিদাগত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি থেকে দূরে সরে যাওয়া। অধিকাংশ মুসলমান আজ দলিলবিহীন ধর্মচর্চা, অন্ধঅনুকরণ ও বিভ্রান্ত মতবাদে নিমজ্জিত। পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও অনুশীলনই হতে পারে এ অবক্ষয় রোধের অন্যতম কার্যকর উপায়।

ইসলামি জীবনবিধান সুবিস্তৃত, সুগভীর এবং সার্বজনীন। মানবজীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে কুরআন ও হাদিস নির্দেশনা প্রদান করেনি। কিন্তু এই অবারিত জ্ঞানসমুদ্র থেকে সুনির্বাচিত, প্রয়োজনভিত্তিক ও সুশৃঙ্খলভাবে দলিলসমূহ একত্রে পাওয়া সাধারণ পাঠকের জন্য বেশ কঠিন।

এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই ***বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস*** শিরোনামে একটি বিশুদ্ধ, সুবিন্যস্ত ও যুগোপযোগী সংকলন প্রণয়নের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে ইসলামি জীবনের প্রায় সকল দিক তথা, আকিদা, ইবাদত, মু'আমালাত, আখলাক, সিয়াসাহ, জিহাদ, পরিবার, শিষ্টাচার, অর্থনীতি, তাজকিয়াহ, দাওয়াহ, পরকাল ইত্যাদি বিষয়সমূহের উপর কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ ও বিশুদ্ধ হাদিসসমূহ বিষয়ের শিরোনাম অনুযায়ী উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠক যেন দ্বীনের যেকোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রামাণ্য দলিল অনুসন্ধান করে পেতে পারেন এবং তা বাস্তব জীবনে আমল করতে পারেন।

আয়াত-হাদিস উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রতিটি অধ্যায়ে যে রীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা হল, প্রথমে ঐ বিষয়ক নির্বাচিত কিছু আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন থেকে আয়াত বর্ণনা শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও শিরোনামে হাদিস-আছার তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়ের ব্যাপকতা, গভীরতা ও গুরুত্ব অনুযায়ী অধ্যায় বড়-ছোট করা হয়েছে।

ইসলামের আকিদা, বিধান ও শাখা-প্রশাখার উপর বিভিন্ন ফেরকা ও মতাদর্শীদের নানা বিভ্রান্তি ও সংশয় রয়েছে। আয়াত-হাদিস উল্লেখের ক্ষেত্রে সে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। সকল বিষয়ে সকল শিরোনামে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ভারসাম্যপূর্ণ মাসলাক অবলম্বন করা হয়েছে।

গোটা কিতাবকে বিশুদ্ধ হাদিস ও সহিহ বর্ণনা দ্বারা সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সর্ব প্রকার মুনকার, মাওজু, মাতরুক, জাল ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনা সযত্নে পরিহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে প্রতিটি শিরোনামে সংশ্লিষ্ট সহিহ হাদিস, হাসান বর্ণনা ও গ্রহণযোগ্য আমলযোগ্য রেওয়ায়েত সন্নিবেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে একাধিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে (প্রায় সকল স্থানে)। তবে সনদের মান-হুকুম অনুল্লেখ রাখা হয়েছে।

কিতাবের অন্যতম স্বাতন্ত্র হল, পবিত্র কুরআনের যে-ই আয়াত এবং হাদিস শিরোনামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, সে-ই আয়াত, হাদিস স্বাভাবিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর যে-ই আয়াত-হাদিসের কোনো অংশবিশেষের সাথে শিরোনামের মিল রয়েছে সেই অংশে আমরা 'বোল্ড' করে দিয়েছি, যাতে পাঠক সহজেই বুঝতে পারেন।

গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী এ কিতাবটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছে সময়ের অন্যতম সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান রাহনুমা প্রকাশনী। আল্লাহ তায়ালা রাহনুমা প্রকাশনীকে কবুল করুন। প্রকাশনীর কর্ণধার মাহমুদুল ইসলাম ভাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। রাহনুমা পরিবারের সকল সদস্য, বিশেষভাবে নেসারুদ্দীন রুম্মান ভাইকে আল্লাহ তায়ালা তার শান মোতাবেক আজর দান করুন।

পৃথকভাবে স্মরণ করছি দায়িত্বশীল ও যত্নবান সম্পাদক মুহতারাম আশরাফুল হক ভাইকে, তারই প্রচেষ্টা ও যত্নে কিতাবটি আলোর মুখ দেখেছে। তার সাথে আহমদ রিফাত ভাইকেও। আল্লাহ তায়ালা তাদের

সূচিপত্র

অধ্যায় : ওহি

রাসুলের কাছে ওহি নাজিল হয় ৩৫
ওহি নাজিল হয় উম্মতকে সতর্ক করার জন্য ৩৬
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে
ওহি নাজিল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয় ৩৭
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু ওহিরই
অনুসরণ করেন ৩৭
পূর্বের নবী-রাসুলগণের উপরও ওহি নাজিল হত ৩৮
রাসুলের উপর ওহি নাজিল হত ৪০
ওহি নাজিলের পদ্ধতি ৪২
ওহি নাজিল হলে রাসুলের কষ্ট হত ৪২
রাসুল কোনো ওহি গোপন করেননি ৪৩

প্রসঙ্গ : পবিত্র কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়ার দলিল

কুরআনের মতো আয়াত আনার চ্যালেঞ্জ ৪৫
কুরআন বহু গায়েবি সংবাদ জানিয়েছে ৪৬
কুরআনে বৈপরীত্য নেই ৪৬
কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে আহলে কিতাব জানে ৪৬
কুরআন শুনে জিন জাতিও ঈমান এনেছে ৪৭
কুরআন পর্যায়ক্রমে নাজিল হল কেন ৪৮

প্রসঙ্গ : ওহির সত্যতা ও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন সংরক্ষণের ভবিষ্যদ্বাণী ৪৯
মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ৪৯
অনতি নয় বছরে রোম বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী ৫০
আল্লাহ মুমিনদেরকে প্রতিষ্ঠা করবেন ৫২
আল্লাহ পাক দ্বীনকে বিজয়ী করবেন ৫৩

অধ্যায় : মহান আল্লাহ তায়ালা প্রসঙ্গে

আল্লাহ তায়ালার পরিচয় ৫৬
আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর ৫৬
আল্লাহ তায়ালা সব কিছুর স্রষ্টা ৫৭

তিনি একজন নারী-পুরুষ থেকে গোটা মানবজাতি
সৃষ্টি করেছেন ৫৭
তিনি মাতৃগর্ভে মানবাকৃতি দান করেন ৫৮
তিনি পর্যায়ক্রমে মানুষ সৃষ্টি করেন ৫৮
তিনি শৈশব কৈশর যৌবন ও বার্ধক্য দান করেছেন ৫৯
আল্লাহ চিরঞ্জিব চিরন্তন ৫৯
আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করেন ৬০
তিনি মেঘ-বায়ু সঞ্চালিত করেন ৬১
বৈচিত্রম্যময় ফলফসল তারই কৃপা ৬২
চন্দ্র-সূর্য-তারকা এবং সকল গ্রহ তিনি সৃষ্টি করেছেন ৬৩
চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সব তার নিয়ন্ত্রণে ৬৩
তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন ৬৩
আল্লাহ আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত ও পশু-পাখির
সৃষ্টিকর্তা এবং পরিচালক ৬৪
ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য তারই কুদরত ৬৬
ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে রাত ও দিনের সৃষ্টি এবং উভয়ের
আবর্তন পদ্ধতি ৬৬
ঊষর ভূমি তিনিই সবুজ-শ্যামল করেন ৬৬
বীজ আল্লাহই অঙ্কুরিত করেন ৬৮
সমুদ্রকে তিনি তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন ৬৮
পাশাপাশি দুধরনের পানি তিনিই প্রবাহিত করেন ৬৯
চতুষ্পদ জন্তু আল্লাহর দান এবং তা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৬৯

দুধ ও মধু আল্লাহর অপার কুদরত

বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিজীব তারই কুদরত ৭০
পোশাক তারই দান ৭১
তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন ৭১
তিনি মানুষের কল্যাণে সব কিছু নিয়োজিত করেছেন ৭২
তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু ৭৩
সব কিছুই আল্লাহর তাসবিহ পাঠ কওে ৭৫

প্রসঙ্গ : তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নির্দেশ ৩২৫
তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট ৩২৫
তায়াম্মুমের পদ্ধতি ৩২৭

প্রসঙ্গ : হায়েজ নেফাস ও ইস্তেহাজা

হায়েজ অবস্থায় সহবাস হারাম ৩২৮
হায়েজা হলে নামাজ পড়বে না এবং কাজাও করা লাগবে না ৩২৮
হায়েজ অবস্থায় কাপড়ের উপর দিয়ে মেলামেশা করতে পারবে ৩২৯
ঋতুবতী স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর খেদমত করা ৩৩০
ঋতুবতী নারীর সাথে পানাহার করা ৩৩১
ঋতুবতীর সঙ্গে সহবাস করা যাবে না ৩৩১
ইস্তেহাজাগ্রস্ত নারী দিন গণনা করে হায়েজের দিন ৩৩১
নামাজ ছাড়বে আর বাকি দিনগুলোতে নামাজ পড়বে ৩৩২
হায়েজের দিন শেষ হলে পুনরায় নামাজ শুরু করতে হবে ৩৩২
ইস্তেহাজাগ্রস্ত নারী প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন করে উজু করবে ৩৩৩
ইস্তেহাজা অবস্থায় সহবাস করতে পারবে ৩৩৪
নেফাসের সময়সীমা ৩৩৪

অধ্যায় : নামাজ

নামাজ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত

হজরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের নামাজ ৩৩৬
হজরত মুসা আলাইহিস সালামকে নামাজের নির্দেশ ৩৩৬
হজরত শুয়াইব আলাইহিস সালামের নামাজ ৩৩৬
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং নামাজ ৩৩৭
হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং নামাজ ৩৩৭
হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নামাজের নির্দেশ ৩৩৭
পুত্রের প্রতি হজরত লোকমানের নামাজের অসিয়ত ৩৩৮
বনি ইসরাইলকে নামাজের নির্দেশ ৩৩৮

প্রসঙ্গ : আজান ও একামত

আজান ও একামতের শব্দ সংখ্যা ৩৫৫
আজান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল দেওয়া ৩৫৫
আজান ও একামতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ৩৫৫
ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য রাসুলের দোয়া ৩৫৬
মুয়াজ্জিনের মর্যাদা ৩৫৬
সফরে আজান দিয়ে নামাজ পড়া ৩৫৮
আজান শুনে শয়তান পালায় ৩৫৮
আজানের জবাব ৩৫৮
আজানের পর দোয়া ৩৫৯

প্রসঙ্গ : মসজিদ

মসজিদ সম্পর্কিত কতিপয় আয়াত

মসজিদে বাধাপ্রদানকারী বড় জালেম ৩৬১
মুমিনরা মসজিদ আবাদকারী ৩৬২
মুশরিকরা মসজিদে প্রবেশ করবে না ৩৬২
মসজিদে হারাম প্রাঙ্গনে লড়াই নিষেধ, তবে... ৩৬২
মসজিদ নামাজ ও জিকিরের জন্য ৩৬৩

মসজিদ সম্পর্কিত কতিপয় হাদিস

মসজিদ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ৩৬৪
নামাজি ব্যক্তি কেয়ামত দিবসে আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে ৩৬৪
নিয়মিত মসজিদে গমনকারীর ফজিলত ৩৬৫
জামাতে নামাজের বিপুল ফজিলত ৩৬৫
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া ৩৬৬
তাহিয়্যাতুল মসজিদ ৩৬৬
সফর থেকে ফিরে প্রথমে মসজিদে যাওয়া এবং দুই রাকাত নামাজ পড়া ৩৬৬
মসজিদমুখী হওয়া ঈমানের লক্ষণ ৩৬৭
মসজিদ পরিষ্কার রাখার নির্দেশ ৩৬৭
মসজিদ নির্মাণের ফজিলত ৩৬৭
মসজিদ সজ্জিত করার ব্যাপারে নির্দেশনা ৩৬৮

কেয়ামতের আলামত ৩৬৮
দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ ৩৬৮
মসজিদে নিষিদ্ধ কিছু কাজ ৩৬৯
মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দেওয়া নিষেধ ৩৬৯
মহিলাদের জন্য ঘরের নির্জন প্রকোষ্ঠে নামাজ পড়া উত্তম ৩৬৯
মহিলাদের মসজিদে যেতে বারণ করা ৩৭০

প্রসঙ্গ : জামাতে নামাজ

জামাতে নামাজের ফজিলত ৩৭১
সুনানে হুদা মসজিদে নামাজ আদায় ৩৭১
প্রতি কদমে সওয়াব হয় এবং গুনাহ মাফ ৩৭২
জামাতে নামাজ মুনাফিকদের জন্য কঠিন ৩৭৩
জামাতে নামাজ না পড়লে শয়তান চেপে বসে ৩৭৩
জামাত না পেলেও মসজিদে উপস্থিত হবে ৩৭৩
যে সমস্ত কারণে জামাত ছাড়া যায় ৩৭৪
ক্ষুধা লাগলে খাবার খেয়ে জামাতে শরিক হওয়া ৩৭৪
নামাজে কাতার সোজা করার তাকিদ ৩৭৫
ইমামের পিছনে থাকবে জ্ঞানীরা ৩৭৬
কোন কাতারে কে দাঁড়াবে ৩৭৬
জামাতে মহিলারা পিছনে দাঁড়াবে ৩৭৭
কে হবেন ইমাম? ৩৭৭
কেরাত দীর্ঘ করবে না ৩৭৮
নামাজ কীভাবে পড়বে ৩৭৯
যে রুকু পেল সে নামাজ পেল ৩৭৯
ধীরে সুস্থে নামাজ পড়া ৩৭৯
রাসুল যেভাবে নামাজ পড়েছেন ৩৮০
সাহাবাদের দৃষ্টিতে রাসুলের নামাজ ৩৮১
ইমামের তেলাওয়াতের সময় মুসল্লি চুপ থাকবে ৩৮২
ইমামের কেরাতই মুক্তাদীর কেরাত ৩৮২
মধ্যম আওয়াজে তেলাওয়াত করা ৩৮৩
নামাজে কেরাতের পরিমাণ ৩৮৩
ঈদ ও জুমার নামাজের কেরাত ৩৮৩

অধ্যায় : ওহি

রাসুলের কাছে ওহি নাজিল হয়

قُلۡ اِنَّمَاۤ اَنَا بَشَرٌ مِّثۡلُکُمۡ یُوۡحٰۤی اِلَیَّ اَنَّمَاۤ اِلٰـهُکُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَمَنۡ کَانَ یَرۡجُوۡا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلۡیَعۡمَلۡ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا یُشۡرِکۡ بِعِبَادَۃِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا.

বলো, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। **আমার প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয়** যে, তোমাদের ইলাহ-ই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।[১]

وَ اَنَا اخۡتَرۡتُکَ فَاسۡتَمِعۡ لِمَا یُوۡحٰی.

আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং **(তোমার কাছে) যা ওহিরূপে পাঠানো হচ্ছে** তা মনোযোগ দিয়ে শোনো।[২]

وَ کَذٰلِکَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلَیۡکَ قُرۡاٰنًا عَرَبِیًّا لِّتُنۡذِرَ اُمَّ الۡقُرٰی وَ مَنۡ حَوۡلَهَا وَ تُنۡذِرَ یَوۡمَ الۡجَمۡعِ لَا رَیۡبَ فِیۡهِ ؕ فَرِیۡقٌ فِی الۡجَنَّۃِ وَ فَرِیۡقٌ فِی السَّعِیۡرِ.

আর এভাবেই **আমি তোমার প্রতি আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল করেছি,** যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পারো, আর যাতে একত্রিত হওয়ার দিনের ব্যাপারে সতর্ক করতে পারো—যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (সে দিন) এক দল থাকবে জান্নাতে আরেক দল জ্বলন্ত আগুনে।[৩]

---

১. কাহাফ, সুরা ১৮, আয়াত ১১০

২. তহা, সুরা ২০, আয়াত ১৩

৩. শুরা, সুরা ৪২, আয়াত ৭

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ.

তোমার প্রতি যে কিতাব ওহি করা হয়েছে, তা থেকে তেলাওয়াত করো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয় নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[১]

اِنْ يُّوْحٰۤى اِلَيَّ اِلَّاۤ اَنَّمَاۤ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

আমার নিকট ওহি পাঠানো হয় কেবল এই মর্মে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী-মাত্র।[২]

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَ اِنَّكَ لَتَهْدِيْۤ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

আর এভাবেই আমি নিজ আদেশে **আপনার প্রতি এক ফেরেশতা (ওহিবাহক) পাঠিয়েছি**। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী! কিন্তু আমি এই কুরআনকে এক নূর বানিয়েছি, যা দ্বারা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। এবং আপনি নিশ্চয় প্রদর্শন করেন সরল পথ।[৩]

ওহি নাজিল হয় উম্মতকে সতর্ক করার জন্য

وَكَذٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

এভাবেই আমি আপনার প্রতি আরবি ভাষার কুরআন অবতীর্ণ করেছি, **যাতে আপনি সতর্ক করেন** কেন্দ্রীয় জনপদ (অর্থাৎ মক্কা) ও তার আশপাশের লোকদের **এবং সতর্ক করেন** সমবেত হওয়ার দিন সম্পর্কে, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (সে দিন) এক দল যাবে জান্নাতে, আরেক দল জ্বলন্ত আগুনে।[৪]

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً ؕ قُلِ اللّٰهُ ۙ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَ بَيْنَكُمْ ۟ وَ اُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَ مَنْۢ بَلَغَ ؕ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى ؕ قُلْ لَّاۤ اَشْهَدُ ۚ قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ اِنَّنِيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ.

---

১. আনকাবুত, সুরা ২৯, আয়াত ৪৫

২. সোয়াদ, সুরা ৩৮, আয়াত ৭০

৩. শুরা, সুরা ৪২, আয়াত ৫২

৪. শুরা, সুরা ৪২, আয়াত ০৭

আপনি জিজ্ঞাসা করুন, কোন জিনিস সবচেয়ে বড় সাক্ষী? বলে দিন, 'আল্লাহ'। (তিনি) আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আর আমার প্রতি এ কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে, **যাতে আমি এর দ্বারা সতর্ক করি** তোমাদের এবং যার নিকট এটি পৌঁছে তাকে। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য মাবুদ আছে'? আপনি বলে দিন, আমি তো (এই) সাক্ষ্য দেব না। আপনি আরও বলুন, তিনি তো একক মাবুদ এবং তোমরা যে শিরক কর, আমি তা থেকে সম্পর্কহীন।[১]

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহি নাজিল হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ.

এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহি প্রেরণ করেছি? তুমি মানুষকে সতর্ক করো এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো যে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফেররা বলে, এ তো স্পষ্ট যাদুকর।[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু ওহিরই অনুসরণ করেন

قُلْ لَّآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ.

বলো, তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা। **আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হয়।**[৩]

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۙ وَّ اتَّبِعْ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

হে নবী! আল্লাহকে ভয় করুন, আর কাফের ও মুনাফিকদের কথা শুনবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। এবং **আপনার নিকট আপনার রবের পক্ষ**

১. আনআম, সুরা ০৬, আয়াত ১৯
২. ইউনুস, সুরা ১০, আয়াত ২
৩. আনআম, সুরা ০৬, আয়াত ৫০